আপনার শিক্ষামূলক গল্প, কবিতা ও রেসিপি পাঠানোর শেষ তারিখ প্রতি সপ্তাহের
বৃহস্পতিবার

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
দেশে ও প্রবাসে বাংলার মুখপত্র

আপনার ব্যবসার প্রসারে
বাংলা এক্সপ্রেস একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন।
E-mail: benews247@gmail.com

রেজিষ্টার্ডঃ ঢা.প্র.জেঃ ৬০৫১ । ১২ বর্ষ । সংখ্যা - ২১ । সোমবার । ১৪ জুন ২০২১ । ১লা আষাঢ় ১৪২৮ । মূল্যঃ ৮ টাকা

করোনা সতর্কতায় বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি বাড়লো আবারও

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি বাড়বে, তা অনুমেয়ই ছিল। আজ শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর আগের ঘোষণা অনুযায়ী আজ শনিবার (১২ জুন) পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ছিল।

করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় ১৫ মাস ধরে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এ কারণে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের অনেকে ঘাটতি নিয়ে ওপরের ক্লাসে উঠছে। কতটুকু শিখল, সেটাও যাচাই করা যাচ্ছে না।

এর আগে শিক্ষা মন্ত্রী দীপু মনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, সর শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলবে।

শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করোনা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ায় এবং দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে আংশিকভাবে কঠোর লকডাউন কার্যকর থাকায়, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তার বিবেচনায় এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শক কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এবতেদায়ি ও কওমি মাদ্রাসা সমূহের চলমান ছুটি ৩০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় ছুটি ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হল।

করোনার চেয়েও নির্বাচনের গুরুত্ব বেশি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনে বরিশালের নদী বেষ্টিত হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ ও মুলাদীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোস্টগার্ড মোতায়েনের নির্দেশনা রয়েছে। শনিবার (১২ জুন) বেলা ১১টার দিকে বরিশাল সার্কিট হাউজে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন করলেই করোনা সংক্রমন বাড়ে তা সঠিক নয়। রাজশাহীতে এখন নির্বাচন নেই অথচ করোনা সংক্রমন বেড়েছে। এসময় তিনি দাবী করেন বলেন, করোনার চেয়েও নির্বাচনের গুরুত্ব বেশি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরো বলেন, করোনার কারনে এর আগে একদফা নির্বাচন পেছানো হলেও সংক্রামন তুলনামূলক কম হওয়ায় এলাকাগুলোতে বৃষ্টির মধ্যে নির্বাচন চালিয়ে যেতে হবে। নির্বাচন যেন নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ন হয় সে ব্যাপারে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেন তিনি। প্রার্থীদের আচরন বিধি মেনে চলার জন্য আহবান জানান তিনি।

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনারের কাছেই থাকা উচিত। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশের বিশিষ্ট ৪২ জন নাগরিকের দুর্নীতি অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন অভিযোগকারীদের সরকারি কেনাকাটা আইনের বিষয়ে ধানা ধারনা নেই। তাদের সবগুলো অভিযোগ মিথ্যা ও অসত্য। তাদের অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত।

সভায় স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণ আর অভ্যন্তরীন দলাদলিতে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বরিশালে বিশৃংখলার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তারা। পরিস্থিতি সামলাতে প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে দাবি করেন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বরিশাল জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার এর সভাপতিত্বে সভায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মো. সাইফুল হাসান বাদল, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. শাহাবুদ্দিন খান, রেঞ্জ ডিআইজি এস এম আক্তারুজ্জামান, নির্বাচন কমিশনার সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব ফরহাদ আহাম্মদ খান, বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দীন প্রমুখ।

আলফাডাঙ্গায় বিপুল পরিমানে ইয়াবা উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধিঃ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলাধীন কৃষ্ণপুর গ্রামে পুলিশের চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আকস্মিক অভিযান চালায় এস আই (নিঃ) মোঃ কাদের ও তার সহকর্মিবৃন্দ।

উক্ত গ্রামের জনৈক শরিফুল ইসলামের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তার খাটের তোষকের নিচে রাখা শপিং ব্যাগে রেডমি নোট ৮ মোবাইল বক্সের মধ্যে হতে ২২০ পিছ গোয়ালাপি রঙ এর ইয়াবা ট্যাবলেট (যার আনুমানিক মূল্য ৬৬,০০০/- টাকা), মাদক বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইল ও ৫,৮৭০/- নগদ টাকা উদ্ধার করে। এ সময়ে শরিফুল (৩৮) ও মোঃ নাজমুল হাসান (২৫) নামক ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আজ ১৩ জুন রবিবার দুপুর ১১ ঘটিকায় আলফা ডাঙ্গা থানায় এক প্রেস ব্রিফিংইয়ে অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সাংবাদিকদেরকে এ সব তথ্য জানান।

উল্লেখ্য, নিয়মিত গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী, ভাটিয়াপাড়া ও কালনাঘাট এলাকায় এরা মাদকের বেচাকেনা করে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে।

নির্ধারিত দামে ইন্টারনেট না দিলে ব্যবস্থা নেবে বিটিআরসি

গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে আনতে সরকার সারা দেশে ফিক্স ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এক দেশ এক রেট চালু করেছে। তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতির এ সময়ে সবকিছুই ইন্টারনেটকেন্দ্রিক। তাই ইন্টারনেটের দামের বৈষম্য থাকাটা অযৌক্তিক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি সারা দেশের জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের নতুন মূল্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এদিকে বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত ইন্টারনেটের দামে আদো গ্রাহক পর্যায়ে সেবা পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে অনেক গ্রাহক। এ ব্যাপারে বিটিআরসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আই এসপি প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত এক রেটে সেবা না দিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিটিআরসির গণমাধ্যম শাখার উপপরিচালক জাকির হোসেন বলেন, দেশের যে কোনো প্রান্তে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের একই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ যদি এ রেটে সংযোগ না পান তাহলে তিনি ১০০ নম্বর ডায়াল করে কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারেন। কোনো সেবাদাতার নিয়ম ভাঙার সুযোগ নেই। *(বিস্তারিত ৩য় পৃষ্ঠায়...)*

স্পিকারের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হ্যারি ভ্যারওয়ে। বৃহস্পতিবার (১০ জুন) জাতীয় সংসদে স্পিকারের কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯- এর মধ্যেও সংসদে *(বিস্তারিত ৩য় পৃষ্ঠায়...)*

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লুবনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত

কালীগঞ্জ প্রতিনিধিঃ ঝিনাই দহের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শামীমা শিরিনের (লুবনা) *(বিস্তারিত ৩য় পৃষ্ঠায়...)*

সম্পাদকীয়

মহামারী করোনা ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

দীর্ঘ ১৬ মাস সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কিছুদিন অনলাইনে চলতো ক্লাস। শিক্ষার্থিরা ক্লাসের নামে ইন্টারনেট ডেটা কিনে সারাদিন থাকতো ফ্রি ফায়ার আর বিভিন্ন অনলাইন গেইমে ব্যস্ত। গার্জিয়ানরা মনে করতেন আমার সোনামনি অনলাইনে সারাদিন লেখাপড়ায় ব্যস্ত; কিন্তু তারা জানতোই না যে এই সোনামনিরা কোন ক্লাসে নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।

জে.এস.সি লেবেলের শিক্ষার্থিদের নেট জগতে পা রাখা একদিকে যেমন উন্নতির লক্ষণ; তেমনি অবনতিরও শিখরে চড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ভবিষ্যতকে। লেখাপড়ার নামে সারাদিন ফেইসবুক আর ইউটিউবের বিভিন্ন চ্যানেল দেখে দেখে নিজেকে শাহরুখ খান আর শাকিব খান মনে করে। ইমো, হোয়াটস আপ আর মেসেঞ্জার এর মতো বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে গড়ে উঠছে দেশীয়-ভিন দেশীয় ছেলেমেয়েদের সাথে সখ্যতা আর জোট। অহর্নিশি দেখছে দর্শক বাড়ানোর নিমিত্তে বাজে টাইটেল দিয়ে নির্মিত অশীল ভিডিও, আর শিখছে টিকটক বানানোর নামে অশ্লীলতার ভিডিও চিত্রের কৌশল।

কেউ তো বা সরাসরি নেমেই পড়েছে দামী মোবাইল দিয়ে এই ভিডিও শুটিং এর কাজে। আরো বলে- লেখা পড়া তো বন্ধই হয়ে গেছে, কিছু একটা তো করে খেতে হবে।

এখন আর নেই ক্লাসের বালাই, নেই কোন প্রাইভেট পড়ার আগ্রহ। আগের থেকেই ভুলে গেছে খেলার মাঠের সেই শারিরিক ব্যায়াম আর কসরতের কথা। তাহলে করবে টা কি? জমে ওঠেছে চৌরাস্তা আর দেয়ালের চিপা গলির মাঝে, কখনো বা ফেলে রাখা গাছের গুড়ির ওপরে বসে বন্ধুদের সাথে অনলাইনে গেম খেলা। কেউ তো আবার এই কঁচি বয়সেই রাজনীতি শিখতে পা বাড়াচ্ছে পাশের বাড়ীর কোন নেতার কনিষ্ঠ আত্মীয়র সাথে, আর হতে বসেছে জুটি বাঁধা কুটি নেতা। হয়তো বা হবো একদিন এলাকার কোন ছাত্র নেতা, হয়তো বা যুবনেতার রাইট হ্যান্ড, হবে কিছু বাড়তি আয়, যদিও বা করতে হয় ন্যায়-অন্যায়।

যদি চলতে থাকে এই পরিবেশ কি হবে এই দেশের? কি হবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষা ব্যবস্থা? এ যেন অঙ্কুরেই ঝরে যাচ্ছে পুষ্প-প্রদীপ। বুকভরা আশা বেঁধে বসে আছি "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" না কি **"সু-শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।"**

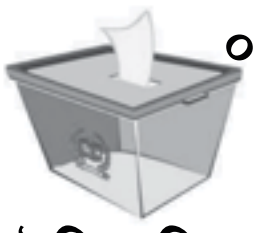

০৫-২১ জুন যে সকল ইউপি পরিষদে নির্বাচন

নির্বাচন কমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২১ জুন দেশের ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১০ জুন) কমিশন সভায় পূর্বের সিদ্ধান্তঅনুযায়ী ৩৬৭ ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১৬৩টির ভোট স্থগিত করেছে। আগে ১৯টি জেলার ৬৪টি উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ ভোটে অন্তর্ভুক্ত হলেও এখন ১৩টি জেলার ৪১টি উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হবে। ২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ২০টির ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ইভিএমে (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন)। বাকিগুলো অনুষ্ঠিত হবে ব্যালটে। যে ২০৪ ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হবে বৃহস্পতিবার বিকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে তার তালিকা প্রকাশ করেছে।

আগামী ২১ জুন প্রথম ধাপে যে ২০৪ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হবে, সেগুলো হচ্ছে-

পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলার পাংগাশিয়া, আংগারিয়া (ইভিএম) ও মুরাদিয়া। বাউফল উপজেলার ধুলিয়া, কেশবপুর, বগা (ইভিএম), চন্দ্রদ্বীপ, কালিশ্বরী, কনকদিয়া, আদাবাড়িয়া, কালাইয়া ও কাছিপাড়া। দশমিনা উপজেলায় আলীপুর, বহরমপুর ও বাঁশবাড়িয়া। গলাচিপা উপজেলায় আমখলা, গোলখালী, চিকনিকান্দি ও রতনদী তালতলী। রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার কল্যাণী। বগুড়ার দুপচাচিয়ার তালোড়া।

বরিশাল সদরের কাশিপুর, চরবাড়িয়া (ইভিএম), জাগুয়া ও টংগীবাড়ীয়া। বাকেরগঞ্জের চরাদি, দাড়িয়াল, দুধল, ফরিদপুর, কবাই, নলুয়া, কলসকাঠি, গারুড়িয়া, ভরপাশা, রঙ্গাশ্রী ও পাদ্রীশিবপুর। উজিরপুরের সাতলা, জল্লা, ওটরা, শোলক ও বোরোকোঠা। মুলাদীর নাজিরপুর, সফিপুর, গাছুয়া (ইভিএম), চরকালেখা, মুলাদী ও কাজিরচর। মেহেন্দিগঞ্জের মেহেন্দিগঞ্জ ও ভাষানচর। বাবুগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরনগর(ইভিএম), কেদারপুর, দেহেরগতি ও মাধবপাশা। গৌরনদীর বাটা জোড় (ইভিএম), সরিকল, খানজাপুর, বার্থি, চাদশী ও মহিলারা। হিজলার নলচিরা, মেমানিয়া, গুয়াবাড়িয়া ও বড়জালিয়া। বানারীপাড়ার বিশার কান্দি, ইলুহার, চাখার, সালিয়াবাকপুর, বাইশারি, বানারীপাড়া ও উদয়কাঠি।

বরগুনা সদরের বদরখালী, গৌরিচন্না, ফুলঝুড়ি, কেওড়াবুনিয়া, আয়লাপাতাকাটা, বুড়িরচর, ঢলুয়া(ইভিএম), বরগুনা (ইভিএম) ও নলটোনা। আমতলীর গুলিশাখালী, কুকুয়া, আঠারগাছিয়া, হলদিয়া, চাওড়া (ইভিএম) ও আরপাঙ্গাশিয়া। বেতাগীর বিবিচিনি, বেতাগী (ইভিএম), হোসনা বাদ, মোকামিয়া, বুড়ামজুমদার, কাজিরাবাদ ও সরিষামুড়ি। বামনার বুকাবুনিয়া, বামনা, রামনা ও ডৌয়াতলা। পাথরঘাটার কালমেঘা, কাঁকচিড়া ও কাঁঠালতলী।

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার ভিটাবাড়িয়া, নদমুলা-শিয়ালকাঠী, তেলিখালী (ইভিএম), ধাওয়া ও গৌরিপুর, ইন্দুরকানীর বালিপাড়া, পিরোজপুর সদরের কদমতলা (ইভিএম), কলাখালী, টোনা ও শারিকতলা। মঠবাড়িয়ার তুষখালী (ইভিএম), মিরুখালী, বেতমোর রাজপাড়া, আমড়াগাছিয়া, সাপলেজা, হলতাগুলিশাখালী। নেছারাবাদের আটঘর কুড়িয়ানা, বলদিয়া, গুয়ারেখা, দৈহারী, সোহাগদল, সারেংকাঠী, সুটিয়াকাঠী, স্বরুপকাঠী, সমুদয়কাঠী ও জলাবাড়ী। কাউখালীর আমড়াজুড়ি ও কাউখালী। নাজিরপুরের মাটিভাংগা, মালিখালী, নাজিরপুর ও সেখমাটিয়া (ইভিএম)।

ঝালকাঠি সদরের গাভারামচন্দ্রপুর, বিনয়কাঠী (ইভিএম), নবগ্রাম, কীর্তিপাশা, বাসন্ডা, গাবখান, ধানসিড়ি, শেখেরহাট, নথুলাবাদ (ইভিএম) ও কেওড়া। নলছিটির ভৈরবপাশা (ইভিএম), মগড়, কুলকাঠি, কুশঙ্গল, নাচনমহল, রানপাশা, সুবিদপুর, সিদ্ধকাঠি, দপদপিয়া (ইভিএম) ও মোলারহাট। রাজাপুরের সাতুরিয়া, শুক্তগড় (ইভিএম), রাজাপুর, গালুয়া, বড়ইয়া ও মঠবাড়ী। কাঠালিয়ার চেচরীরামপুর, পাটিখালঘাটা, আমুয়া, কাঠালিয়া, শৌলজালিয়া ও আওরাবুনিয়া।

ভোলার বোরহানউদ্দিনের গঙ্গাপুর ও সাচরা। তজুমদ্দিনের চাঁদপুর, চাচরা ও সম্ভুপুর। চরফ্যাশনের চরমাদ্রাজ, চরকলমি, হাজারীগঞ্জ, এওয়াজপুর ও জাহানপুর। মনপুরার হাজিরহাট ও দক্ষিণ সাকুচিয়া।

নরসিংদী পলাশের গজারিয়া ও ডাংগা। গাজীপুরের কালীগঞ্জের তুমুলিয়া, বক্তারপুর, জাঙ্গালিয়া, বাহাদুসাদী, জামালপুর ও মোক্তারপুর।

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ডাঙ্গা, তুমুলিয়া, বক্তারপুর, জাঙ্গালিয়া, বাহাদুসাদী, জামালপুর ও মোক্তারপুর।

মাদারীপুর শিবপুরের শিবচর, পাঁচ্চর, মাদবরেরচর, কুতুবপুর, কাদিরপুর (ইভিএম) দ্বিতীয় খন্ডে, ভান্ডারীকান্দি, বাঁশকান্দি, বহেরাতলা উত্তর, বহেরাতলা দক্ষিণ, নিলখী, শিরুয়াইল ও দত্তপাড়া। সুনামগঞ্জ ছাতকের ভাতগাও, নোয়ারাই ও সিংচাপইড়।

লক্ষ্মীপুরের রামগতির চর বাদাম, চর পোড়াগাছা ও চর রমিজ। কমলনগরের চর ফলকন, হাজিরহাট ও তোরাবগঞ্জ।

যমুনার গর্ভে বিলীন হচ্ছে টাঙ্গাইলের ঘর-বাড়ি

জোয়ারের পানি আসা শুরু হতে না হতেই যমুনার দুই পাড়ে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ভাঙন। ফলে বর্ষার শুরুতেই যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে টাঙ্গাইলের নদী তীরবর্তী ঘর-বাড়ি ও ফসলি জমি। পানি উন্নয়ন বোর্ড জরুরি ভিত্তিতে নদীতে কিছু জিওব্যাগ ফেললেও তা ভাঙন ঠেকাতে কোনো কাজে আসছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

গত বছর থেকে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার গোহালিয়াবাড়ী ইউনিয়নের বেলটিয়াবাড়িসহ কয়েকটি গ্রামে তীব্র ভাঙন শুরু হয়। এই ভাঙন এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও নতুন পানি আসার সাথে সাথে ভাঙন শুরু হয়েছে সদরের হুগরা, কাকুয়া, মাহমুদনগর ইউনিয়নে। তাছাড়া নাগরপুর উপজেলার দত্তিয়র ও সলিমাবাদ ইউনিয়ন এবং ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা ইউনিয়নে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

নদীপাড়ের সাধারণ মানুষ বলছেন, প্রতিবছরই নতুন নতুন এলাকায় আঘাত হানছে প্রমত্তা যমুনা। গত কয়েক বছরে যমুনার ভাঙনে বেশ কয়েকটি গ্রাম মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। এতে বাড়ি-ঘর, ফসলি জমি হারিয়ে দিশেহারা অনেক পরিবার।

টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমানে কিছু জায়গায় আপৎকালীন জিওব্যাগ ফেলা হচ্ছে। বেলটিয়াবাড়িতে ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে চলমান বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হলে ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হবে।

সিলেট-৩ উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন পেলেন আতিক

আবুল কাশেম রুমন, সিলেটঃ সিলেট-৩ আসনের উপ নির্বাচনে জাতীয়পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক। (৯ জুন) বুধবার বেলা ১১টায় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান-এর বনানী কার্যালয় মিলনায়তনে পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা জনবন্ধু গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মনোনয়ন বোর্ডের সভায় পার্টির আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাতকার শেষে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকায় মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা জনবন্ধু গোলাম মোহাম্মদ কাদের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মনোনয়ন বোর্ডের সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, মহাসচিব জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু, কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, এডভোকেট সালমা ইসলাম এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু এমপি, এডভোকেট শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাসচিব (সিলেট বিভাগ) এটিইউ তাজ রহমান, অতিরিক্ত মহাসচিব (চট্টগ্রাম বিভাগ) এডভোকেট মোঃ রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, অতিরিক্ত মহাসচিব (ঢাকা বিভাগ) লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি।

সিলেট-৩ আসনের উপনির্বাচনে জাতীয়পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তালিকায় ছিলেন, আলহাজ্ব আতিকুর রহমান আতিক, ইশরাকুল হোসেন শামীম, আহসান হাবিব মঈন, উসমান আলী, আব্দুর রহিম, নজরুল ইসলাম বাবুল, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, আব্দুল মালেক খানসহ ১১জন।

বুধবার অনুষ্ঠিত সাক্ষাতকার বোর্ডে ১০জন প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক কে মনোনয়ন প্রদান করেন মনোনয়ন বোর্ড।

আতিকুর রহমান আতিক ১৯৮৪ সাল থেকে সিলেট-৩ আসনের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ সংসদীয় এলাকার জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছেন। এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানসহ স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। "করোনা মহামারি দুর্যোগের" শুরু থেকে তিনি সিলেট-৩ আসনের কয়েক হাজার পরিবারে খাদ্য সামগ্র বিতরণ করেছেন। শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। পুরো রমজান মাস আতিকের পক্ষে জাপার নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সহায়তা নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন। আতিকুর রহমান আতিকও ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন পুরো নির্বাচনী এলাকায় প্রশংসা লাভ করেছেন।

বেনাপোলে ভারতীয় গাঁজাসহ আটক ২

বেনাপোল প্রতিনিধি: যশোরের বেনাপোলে ২ কেজি ভারতীয় গাঁজা সহ জাকির হোসেন (৩৫) ও ফরমাদুল ইসলাম (৪০) নামে দুইজনকে আটক করেছে পোর্ট থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১০ জুন) রাত ৮ টার দিকে তাদেরকে ছোট আঁচড়া মোড় থেকে হাতেনাতে আটক করা হয়। আটক জাকির হোসেন ছোটআঁচড়া গ্রামের মৃত শহিদ গাজীর ছেলে ও ফরমাদুল ইসলাম বড় আঁচড়া গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মামুন খান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মাসুম বিল্লাহ,এএসআই আতিয়ার রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটআঁচড়া মোড় নামক স্থান থেকে ভারতীয় গাঁজাসহ তাদের কে আটক করা হয়।

স্পিকারের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর....) বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও করোনার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারি দীর্ঘায়িত হলে ব্যাহত হওয়া শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিতে উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজছে সরকার। এক্ষেত্রে, অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম বিকল্প সহায়ক হতে পারে।

প্রথম ধাপে সরকার সুশৃঙ্খলভাবে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে উলেখ করে স্পিকার বলেন, তবে বর্তমানে আরও ভ্যাকসিনের প্রয়োজন। তবে কোভিডকালীন অর্থনীতিতে বৈশ্বিক মন্দা বিরাজ করলেও বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের দৈনন্দিন জীবন স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন বলেও রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন ড. শিরীন শারমিন।

রাষ্ট্রদূত হ্যারি ভ্যারওয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ৫০ বছরের কূটনৈতিক সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা স্মরণ করে বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলা করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশের গৃহীত উদ্যোগগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রথম পর্যায়ে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম বাংলাদেশ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে উলেখ করে তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নেদারল্যান্ডসের ধারাবাহিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় সংসদ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লুবনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর....) করোনাকালীন চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীদের বরাদ্দের টাকা ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির তদন্তে টাকা আত্মসা তের ঘটনার সত্যতা পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (প্রশাসন) দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, করোনাকালীন আবাসিক হোটেলে থাকা দেখিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে ৫৭ হাজার ৬০০ টাকা এবং হোটেলে খাওয়া বাবদ ৯৬ হাজার টাকা তুলে নেন ডা. শামীমা শিরিন (লুবনা)।

এরপর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শামীম কবিরকে প্রধান করে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ২০২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগমের দপ্তরে পাঠানো হয়।

২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিভিল সার্জন অফিস প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. হাসান ইমামের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিছু সংশোধন ও সংযুক্তির জন্য পরিচালকে-কর (প্রশাসন) দপ্তর থেকে তদন্ত প্রতিবেদনটি ফেরত পাঠিয়ে দ্বিতীয় দফা তদন্ত প্রতিবেদনটি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

সেই মোতাবেক গত ৪ এপ্রিল ২৫৩ নং স্মারকে ডা. শামীমা শিরিন লুবনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় প্রমাণাদিসহ তদন্ত প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছে। দুই মাসের বেশি সময় ধরে তদন্ত প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (প্রশাসন) দপ্তরে পড়ে আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তদন্ত কমিটির প্রধান ডা. শামীম কবির বলেন, আমরা সাধ্যমতো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আবাসিক হোটেল ও খাবার হোটেলের মালিক ও ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে টাকা আত্মসাতের সত্যতা পেয়েছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তদন্ত কমিটির অন্য সদস্য জানান, করোনাকালীন রহমানিয়া হোটেলের ভাড়া করা কক্ষগুলো বন্ধ ছিল। সেখানে কোনো ডাক্তার নার্স থাকেনি ঠিকই কিন্তু ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তবে খাবার হোটেলে কেউ খাবার খাননি। রহমানিয়া হোটেলে রান্না বা খাবার বিক্রি করা হয় না বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শামীমা শিরিন লুবনা জানান, তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

তবে অভিযোগের বিষয়ে এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, হোটেলে থাকা নিয়ে রহমানিয়া হোটেলের ম্যানেজার সঠিক তথ্য দেননি। ডাক্তাররা রোস্টার ডিউটি করেছেন। ওই সময় তারা হোটেলটিতে ছিলেন। কোনো টাকা আত্মসাৎ হয়নি।

তবে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মাজহারুল ইসলাম জানান, শুরু থেকেই তিনি কোভিড-১৯ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কখনো হোটেলে থাকেননি। আরেক চিকিৎসক আর্জুবান নেছা বলেন, তিনি বিভিন্ন সময় হোটেলে থেকেছেন। কিন্তু তারিখ বা কোন মাসে থেকেছেন সেটা তিনি জানাতে পারেননি। তবে তিনি প্রণোদনার টাকা পাননি।

নির্ধারিত দামে ইন্টারনেট না দিলে ব্যবস্থা নেবে বিটিআরসি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর....) কোনো সেবাদাতার নিয়ম ভাঙার সুযোগ নেই। এটি যদি কেউ করেন, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান জাকির হোসেন।

বিটিআরসি জানিয়েছে, প্রতি সংযোগে সর্বোচ্চ আটজন গ্রাহকের শেয়ার্ড করতে পারবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা। এক্ষেত্রে ৫ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, ১০ এমবিপিএস ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা ও ২০ এমবিপিএস-এর দাম ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন-আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম বলছেন, নির্ধারিত রেটে নির্ধারিত ব্যান্ডউইথে সংযোগ দিতে সমস্যা হওয়ার কথা না। তারপরও কোথাও সেবা সংক্রান্ত সমস্যা হলে আমরা সংশ্লিষ্ট আইএসপির সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করে দেওয়া হবে।

বিটিআরসি বলছে, সব অপারেটরের ব্যয় ও বাজার বিশ্লেষণ, ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি)-এর ব্যান্ডউইথ মূল্য, ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন)-এর ট্রান্সমিশন মূল্য, পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ), ইকুইপমেন্ট, ক্যাপাসিটি ব্যাকআপ ব্যবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে এ যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬ জুন বিটিআরসিতে এক অনুষ্ঠানে এক দেশ, এক রেট ট্যারিফ উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। শহর ছাড়িয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে তথা গ্রামেও পৌঁছে গেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গ্রাহক বর্তমানে দেশে প্রায় এক কোটি। এ সংখ্যক গ্রাহক দেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহাকারীর ১৭ শতাংশ। কিন্তু এ গ্রাহকরা দেশের মোট ব্যান্ডউইথের ৫৮ শতাংশ ব্যবহার করে।

"ব্রহ্মনীল স্মৃতি"

- হুজ্জাত খান

মনের গগনে নীলের ভেলায় রংধনুর সাথে মিশে,
প্রিয়জন আমি অপেক্ষায় নীরব ব্রহ্ম পাদদেশে।
প্রত্যুষে ডাকে মমতার সুরে তাকিয়ে সুদূর পানে,
একাকী গৃহে নির্জন ক্ষনে স্মৃতি চারন অশ্রুবানে।

দিনকেটে যায় আড্ডা ব্যস্ততায় বন্ধুর কোলাহলে,
একাকীত্ব নামে বিভাজনে আঁধারের কলতানে।
অশ্রুতে ভাসে মায়াবী জীবন অতীত শ্মৃতি মন্থনে,
বড্ড ভালোবাসি অলস সময়ে রঙ্গিন স্বপ্ন বন্ধনে।

সুবাস বহে মেলে পাঁপড়ি ছন্দ-সুর তাল বীণায়,
হৃদয় গহীনে উড়ন্ত প্রজাপতি মমতার সুর ডানায়।
জ্বেলে মোমবাতি প্রার্থনারত বিরহ ক্ষণ অবসানে,
বন্দী ফুলগুলো ফুটতেই কাননে ছন্দ আঁকে প্রানে।

এসেছে বুঝি বসন্ত বৈভবে শান বাঁধানো মনটি নিয়ে,
করিবো বরণ ভাসোবাসা সম্ভাষনে রাশিরাশি পুষ্প দিয়ে।
যুগল পদে ছড়াবে দুত্যি চন্দ্র নীলিমার ছায়াপথে,
হৃদ মন্দিরে রবে সযত্নে অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্রতে।

প্রনয় বিরহে অঙ্গ অঙ্গার জলস্রোতধারা দুটি নয়নে,
বার বার পড়বে পায়ের চিহ্ন ব্রহ্মনীল স্মৃতি চারণে।

মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন,শুরু হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণ

ছয়টি লাইনের মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে ঢাকায়। উত্তরা-মতিঝিলের মধ্যে নির্মাণাধীন প্রথমটির (এমআরটি-৬) কাজ ৬৫ ভাগ শেষ হয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হবে আরো দুটি মেট্রো লাইন, যার একটি হবে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারার মধ্যে। এটি মেট্রোরেল লাইন-৫-এর নর্দান রুট। এরই মধ্যে লাইনটি নির্মাণের জন্য বেসিক ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের অনুমতিও দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। আনুষঙ্গিক কাজগুলো শেষ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে লাইনটির নির্মাণকাজ শুরুর প্রত্যাশা করছেন ঢাকায় মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) কর্মকর্তারা।

মেট্রোরেল লাইন-৫-এর নর্দান রুটটি নির্মাণ করা হবে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারার মধ্যে।
হেমায়েতপুর থেকে শুরু হয়ে টেকনিক্যাল মোড় নিয়ে মিরপুর-১০ দিয়ে সোজা ভাটারা পর্যন্ত যাবে।
এর ২২ কিলোমিটারের রুটটির সাড়ে ১৩ কিলো মিটার হবে আন্ডারগ্রাউন্ড (পাতাল)। শুরুতে হেমায়েতপুর-আমিনবাজার ও শেষে নতুন বাজা-রভাটারা অংশের সাড়ে ছয় কিলোমিটার হবে উড়ালপথ (এলিভেটেড)। ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রো লাইনটিতে নির্মাণ করা হবে ১৪টি স্টেশন। এর মধ্যে উড়াল অংশে নির্মাণ করা হবে পাঁচটি স্টেশন। বাকি নয়টি স্টেশন হবে মাটির নিচে। লাইনটি নির্মাণের জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

লাইনটি নির্মাণের জন্য বেসিক ডিজাইনের কাজ এরই মধ্যে প্রায় শেষ করে এনেছে ডিএমটিসিএল।
গত মে মাস পর্যন্ত এ কাজের অগ্রগতি ছিল ৯৯ দশমিক ৬ শতাংশ। নকশা তৈরির কাজটি করছে জাপানের নিপ্পন কোয়ে-ওরিয়েন্টাল কনসাল-ট্যান্টসের জয়েন্ট ভেঞ্চার। প্রতিষ্ঠান দুটি লাইনটি নির্মাণের জন্য পরামর্শক সেবাও দিচ্ছে।

হেমায়েতপুর-ভাটারা মেট্রোরেল নির্মাণের জন্য ৪১ দশমিক ১৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ হবে। গত বুধবার ডিএমটিসিএলকে এ পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিটি।

মেট্রোরেল লাইনটির নির্মাণকাজের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সরকারের সাবেক সচিব এমএএন ছিদ্দিক বণিক বার্তাকে বলেন, সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকায় ছয়টি মেট্রোরেল লাইন গড়ে তোলা হচ্ছে। এরই মধ্যে ঢাকার প্রথম মেট্রোরেল লাইনটির সিংহভাগ কাজ শেষ হয়েছে। সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় হেমায়েতপুর-ভাটারা মেট্রোরেল নির্মাণ করা হবে। নির্মাণকাজ শুরুর জন্য প্রস্তুতি মূলক কাজগুলো আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছি। এরই মধ্যে বেসিক ডিজাইনের কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা প্রকিউরমেন্ট শুরু করব।

কবে নাগাদ এ লাইনটির নির্মাণকাজ শুরু হবে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা এ মুহূর্তে বলা মুশকিল। সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৮ সালের মধ্যেই লাইনটির নির্মাণকাজ শেষ হবে। আপাতত এটুকুই বলতে পারি যে এ লক্ষ্য সামনে রেখেই সার্বিক কাজগুলো এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত. সরকারের সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (আরএসটিপি) অনুযায়ী ঢাকায় মোট ছয়টি মেট্রোরেল লাইন হবে। বর্তমানে চলছে উত্তরা-মতিঝিল মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ। এরপর বাস্তবায়ন হবে এমআরটি-১। এটির রুট হবে দুটি। প্রথমটি যাবে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত। পরেরটি বসুন্ধরা থেকে পূর্বাচলে যাবে। ২০২৬ সালের মধ্যে এটি চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
তৃতীয় মেট্রোটি (এমআরটি-৫-এর নর্দান রুট) হবে হেমায়েতপুর-ভাটারা-আফতাবনগরে, যেটিতে যৌথ অর্থায়ন করতে যাচ্ছে জাইকা ও এডিবি। এমআরটি-৫ সাউদার্ন রুটটি হবে গাব তলী-আসাদগেট-রাসেল স্কয়ার-পান্থপথ-সে-ানারগাঁও হোটেল-হাতিরঝিল-রামপুরা-আফত-াবনগরের মধ্যে। ২০৩০ সালের মধ্যে লাই-নটি বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। একইভাবে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে এমআরটি-৪ ও আশুলিয়া-সাভার-গাবতলী-ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়-কমলাপুরের মধ্যে এমআরটি-২ গড়ে তোলা হবে ২০৩০ সালের মধ্যে।

ফরিদপুরে কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজীর মৃত্যুতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

আজিজুর রহমান দুলালঃ
ফরিদপুরের সন্তান বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজীর মৃত্যুতে এক স্মরণ সভা ১০ জুন (বৃহস্পতিবার) রাতে ফরিদপুর মুসলিম মিশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম এ সামাদের সভা পতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আলতাফ হোসেন, প্রফেসরএম এ সাত্তার, সাংবাদিক মফিজ ইমাম মিলন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ম আহমেদ নিজাম, অধ্যাপক ইব্রাহিম হোসেন, প্রমূখ।

সভায় হাবিবুল্লাহ সিরাজীর লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন অ.দ.ই. দত্ত, কবি মাজেদুল হক লিটু, শুভ, জারিন আফরিন, নিলুফার ইয়াসমিন, অনুষ্ঠানে কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সাথে ফরিদপুর মিউজিয়ামে তার একটা ছবি রাখার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া ফরিদপুরে একটা হেরিটেজ করার দাবি জানানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইব্রাহিম হোসেন।

চিলেকোঠার রহস্যের ছোঁয়া

লেখকঃ নুসরাত জাহান তুলি

পর্ব-৩

বিন্দু প্রসাদ ছাদে গেলেন। যেখানে তনুশকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই কাঁচের টুকরোগুলো এখনও সেখানেই পড়েছিল। বিন্দু প্রসাদ কাঁচের টুকরোগুলো হাতে নিলেন এবং ভালো করে দেখলেন। আর কিছু কাঁচের টুকরো সে নিজের কাছে রাখলেন। এরমধ্যে লোকমান বিন্দু প্রসাদ এর জন্য চা নিয়ে আসলেন।

[কথোপকথন]

লোকমান: সাহেব, আপনার জন্য চা এনেছি।

বিন্দু প্রসাদ: যাক ভালো করেছিস।

লোকমান: সাহেব, আমি তাহলে নিচে গেলাম। কিছু লাগলে অবশ্যই বলবেন।

বিন্দু প্রসাদ: শোন, এখানে দাঁড়া। তোর সাথে কিছু কথা আছে।

লোকমান: জি সাহেব বলেন।

বিন্দু প্রসাদ: এ বাড়িটি আসলে কার ?সে কোথায় থাকেন?

লোকমান: এই বাড়িটির মালিক দেবাশীষ সেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকাতে থাকেন।

বিন্দু প্রসাদ: ওওও আচ্ছা।

এর মধ্যে হঠাৎ করে সেখানে পুলিশ শুভঙ্কর রায় আসলেন।

শুভঙ্কর রায়: কি বিন্দু ভাই, দিনকাল কেমন কাটছে?

বিন্দু প্রসাদ: এইতো আছি। আপনার হঠাৎ আগমনের বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।

শুভঙ্কর রায়: দেখেন বিন্দু ভাই, যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আপনার গোয়েন্দাগিরি জলদি শেষ করুন। আমরা তো এই একটা কেস নিয়ে বসে থাকতে পারিনা।

বিন্দু প্রসাদ: আমি এখানে শুধু গোয়েন্দা হয়ে আসিনি। আমি এখানে ঘুরতে এসেছি। এছাড়া আমি এ বাড়িতে যে কয়দিন থাকি না কেনো, আমি বাড়ির ভাড়া পরিশোধ করব। আমিও সবার মত পর্যটক হিসেবে এখানে এসেছি।

শুভঙ্কর রায়: ঠিক আছে, ঠিক আছে বুঝেছি। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করুন। আমি তাহলে এবার আসি।

এটি বলে শুভঙ্কর রায় চলে গেলেন। এভাবে করে সাত দিন কেটে গেল কিন্তু বিন্দু প্রসাদ আর কোন কিছু বের করতে পারলেন না। তবে উনি কিছু বিষয় লক্ষ্য করলেন। যেমন: মধ্যরাতে বাড়ির মধ্যে কে

যেন নুপুর পায়ে হাঁটে, ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসে, কলের নল একা একাই চালু হয়ে যায়।

একদিন অভিনেশের মা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই অভিনেশ কিছুদিনের জন্য বিন্দু প্রসাদের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিজের বাড়ি চলে যান। ঐদিন রাতে বিন্দু প্রসাদ গোসল করছিলেন। গোসল শেষে তিনি দরজা খুলতে গিয়ে দেখলেন যে, দরজা খুলছে না। কে যেনো বাইরে দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। বিন্দু প্রসাদ অনেক চেষ্টা করছিল কিন্তু কিছুতেই দরজা খুলছিল না। বিন্দু প্রসাদ জোরে চিৎকার করে লোকমান ও চুমকিকে ডাকতে থাকে। কিন্তু কেউ সেখানে আসে না। হঠাৎ করে বাথরুমের বাথটাব থেকে অনেক ধোঁয়া আসতে থাকে। বিন্দু প্রসাদ অবাক হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে যে, এটি কি করে সম্ভব। আস্তে আস্তে সেখানে অনেক ধোঁয়া হয়ে যায়। বিন্দু প্রসাদের দম বন্ধ হতে থাকে, তার শ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হয়। বিন্দু প্রসাদ কাঁশতে কাঁশতে নিচে শুয়ে পড়েন। আস্তে আস্তে ধোঁয়া অনেক বাড়তে থাকে। অনেক কষ্টে বিন্দু প্রসাদ উঠে দাঁড়ান এবং দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। অনেক জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর দরজা খুলে যায়। তারপর বিন্দু প্রসাদ সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। আর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। দীর্ঘ সময় পর তিনি চোখ খোলেন। তখন সকাল হয়ে গিয়েছিল।

বিন্দু প্রসাদ কাউকে কিছুই বললেন না। কিন্তু এই ঘটনার পর বিন্দু প্রসাদ বুঝতে পারলেন যে, কেউ তাকে মারার চেষ্টা করছে তাই তাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ওই দিন বিকেলে লোকমান বাড়ির বাইরে গিয়েছিল বাড়ির জন্য কিছু কাঁচা বাজার করার জন্য। বিন্দু প্রসাদ তখন বাগানে বসে তার লেখা কবিতার বাকি অংশ লিখছিলেন.....

ঘন কালো কেশ,
শাড়ি পরলে মানায় বেশ।
কাহে কলসি নিলে লাগে যে বিশেষ,তাই তোমার নামে পদ্মের সারির নেইকো শেষ।

তখন সেখানে চুমকি এসে দাঁড়ালো। আর বলল যে, চুমকি: সাহেব, ইয়ে মানে.... আপনাকে কিছু বলার ছিল।

বিন্দু প্রসাদ: হ্যাঁ, বল।

চুমকি: সাহেব আপনাকে কিছু দেখানোর ছিল।

বিন্দু প্রসাদ: কি?

চুমকি: সাহেব, আমার কাছে একটা ডায়েরি আছে। এই ডায়েরিতে এ বাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছু লিখা আছে। আমি চাই আপনি এই ডায়েরিটা পড়ুন।

বিন্দু প্রসাদ: ঠিক আছে।

চুমকি: আপনি অন্য কাউকে ডায়েরিটা দেখাবেন না।

বিন্দু প্রসাদ: আচ্ছা, ঠিক আছে।

ওইদিন সারা রাত বিন্দু প্রসাদ ওই বইটি পড়লেন।

গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে যা করবেন

মাছে-ভাতে বাঙালির পাতে মাছ না হলে চলে না। নিত্যদিনের ব্যস্ততার মধ্যে, তাড়াহুড়োয় কাঁটা বাছার ঝামেলা এড়াতেই মাছ খেতে চান না অনেকে।

ইলিশের স্বাদও অনেকে দূরে সরিয়ে রাখেন শুধু অতিরিক্ত কাঁটার জন্য। তৃপ্তিভরে মাছ ভাত খেতে গিয়ে হঠাৎ গলায় কাঁটা বিঁধে গেলেই সর্বনাশ! অনেকেই গলায় বিঁধে যাওয়া মাছের কাঁটা দূর করার সহজ উপায় হিসাবে এক দলা সাদা ভাত খেয়ে থাকেন। নরম ছোট কাঁটা হলে এতে অনেক সময় নেমেও যায়। তবে এ ছাড়াও বেশ কিছু ঘরোয়া উপায়ে গলায় বিঁধে থাকা মাছের কাঁটা দূর করা যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব ঘরোয়া উপায়গুলো।

* গলায় কাঁটা বিঁধলে দেরি না করে অল্প অলিভ অয়েল খেয়ে নিন। অলিভ অয়েল অন্য তেলের তুলনায় বেশি পিচ্ছিল। তাই গলা থেকে কাঁটা পিছলে নেমে যাবে সহজেই।

* গলায় কাঁটা আটকালে হালকা গরম পানিতে একটু লেবুর রস মিশিয়ে খান। লেবুর অ্যাসিডিক ক্ষমতা কাঁটাকে নরম করে দেয়। তাই গরম পানিতে একটু লেবুর রস মিশিয়ে খেলে কাঁটা নরম হয়ে নামবে সহজেই।

* পানির সঙ্গে ভিনিগার মিশিয়ে নিন। ভিনিগার গলায় বিঁধে থাকা মাছের কাঁটাকে নরম করার ক্ষমতা রাখে। তাই পানির সঙ্গে ভিনিগার মিশিয়ে খেলে কাঁটা সহজেই নেমে যায়।

* লবণও কাঁটা নরম করে। তবে শুধু লবণ না খেয়ে পানিতে মেশিয়ে নিন। প্রথমে একটু পানি সামান্য উষ্ণ গরম করে নিয়ে সেই পানিতে বেশ খানিকটা লবণ মিশিয়ে নিন। এই উষ্ণ লবণ-পানি খেলে গলায় বিঁধে থাকা মাছের কাঁটা সহজেই নেমে যাবে।

নিয়মিত কলাম

ইসলাম কি বলে?

যেসব স্থানে ২ হাত তুলে দোয়া করতেন বিশ্বনবি (সঃ)

- হাফেজ মাহমুদুর রশিদ

যেসব স্থানে ২ হাত তুলে দোয়া করতেন বিশ্বনবি দোয়া করা ইবাদত। আর দুই হাত তুলে দোয়া করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন মর্মে হাদিসের অনেক বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত। ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসের বিখ্যাত গ্রন্থ বুখারিতে সেসব সময় ও স্থানগুলো তুলে ধরেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) দোয়ার সময় দুই হাত কত উপরে ওঠাতেন, সে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-হজরত আবু মুসা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) দুই হাত এতটুকু তুলে দোয়া করতেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখেতে পেয়েছি। (বুখারি)

যেসব স্থানে দুই হাত তুলে দোয়া করা যায় যেসব ক্ষেত্রে দুই হাত তুলে দোয়া করা যায়, সে প্রসঙ্গে হাদিসের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

*** বৃষ্টির জন্য দোয়া-** হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ(সঃ)এর জামানায় একবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় একদিন রাসুলুল্লাহ (সঃ) খুতবাহ দেওয়ার সময় এক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল(সঃ)! বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার পরিজন অনা হারে মরছে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন।অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) নিজে দুই হাত তুলে দোয়া করলেন। সে সময় আকাশে কোনো মেঘ ছিল না। (রাবী বলেন) আল্লাহর কসম করে বলছি! তিনি (রাসুলুল্লাহ (সঃ) হাত না নামাতেই পাহা ড়ের মত মেঘের খন্ড এসে একত্র হয়ে গেল এবং তাঁর মিম্বর থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। এভাবে দিনের পর দিন ক্রমাগত পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত (বৃষ্টি) হতে থাকল। অতঃপর পরবর্তী জুমআর দিনে সেই বেদুঈন অথবা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল-

হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) অতি বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, ফসল ডুবে যাচ্ছে । অতএব আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন। তখন তিনি দুই হাত তুললেন এবং বললেন-'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি দাও, আমাদের এখানে নয়।

এ সময় তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা মেঘের দিকে ইশারা করেছিলেন। ফলে সেখান থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছিল। (বুখারি)

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার জুমআর দিন এক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ (সঃ) র কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লার রাসুল (সঃ)! বৃষ্টির অভাবে গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে। মানুষ খতম হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসুলুল্লাহ(সঃ) দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। আর লোকেরাও রাসুলুল্লাহ (সঃ) র সঙ্গে হাত উঠালো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এমনকি পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকল। তখন এক লোক রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেল।(বুখারি)

*** বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়াঃ** হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরবর্তী জুমআয় ঐ দরজা দিয়েই এক ব্যক্তি প্রবেশ করল রাসুলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে খুতবাহ রত অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর লোকটি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। রাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ(সঃ) নিজের দুই হাত তুলে বললেন 'হে আল্লাহ! আমাদের কাছে থেকে বৃষ্টি সরিয়ে নিন, আমদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না। হে আল্লাহ! অনাবাদী জমিতে, উঁচু জমিতে উপত্যকায় এবং ঘন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (বুখারি)

*** চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ঃ**

হজরত আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাদিয়ালাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)- এর জীবদ্দশায় এক সময় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর কাছে পৌছলাম। তিনি তখন দুই হাত তুলে দোয়া করছিলেন এবং তিনি আল্লাহু আকবার ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইলাল্লাহ' বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দুইটি সুরা পড়লেন এবং দুই রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। (মুসলিম)

*** উম্মাতের (মুসলিম উম্মাহর) জন্য দোয়াঃ**

হজরত আব্দুলাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সঃ) সুরা ইবরাহিমের ৩৫ নং আয়াত পাঠ করে দুই হাত তুলে বলেন হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (প্রিয় নবি) আমার উম্মাত, আমার উম্মাত এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন- হে জিবরিল! তুমি মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি কাঁদেন। অতঃপর জিবরিল তাঁর কাছে আগমন করে কাঁন্নার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তা অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিবরিল আলাইহিস সালামকে বললেন, যাও.. মুহাম্মাদকে বল যে, আমি তার উপর এবং তার উম্মতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তার অকল্যাণ করব না। (মুসলিম)

*** কবর জিয়ারতের সময় দোয়াঃ** হজরত আয়েশা রাদিয়াাল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে ছিলেন। শোয়ার সময় চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে পায়ের নিচে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে চাদর ও জুতা নিলেন এবং ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর মাথায় দিয়ে তাঁর পিছনে চললাম। তিনি বাকিউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকি) পৌছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিন তিন বার হাত তুলে দোয়া করলেন। (মুসলিম)

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কোনো এক রাতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন, আমি বারিরা রাদিয়ালাহু আনহাকে পাঠালাম, তাঁকে দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান। তিনি জান্নাতুল বাকিতে গেলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও ফিরে আসলো এবং আমাকে খবর দিল। আমি সকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আলাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি গত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, জান্নাতুল বাকিতে গিয়েছিলাম কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে।

(বুখারি; রাফউল ইয়াদাইন, মুসলিম)

২৪ ঘন্টার সংবাদ পেতে আমাদের অনলাইনে চোখ রাখুন

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস
www.banglaexpressonline.com

bangla express™
বাংলা এক্সপ্রেস

ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয়

ব্যায়াম না করা এবং বংশগত কারণেই ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কারো একবার ডায়াবেটিস দেখা দিলে তা আর ভাল হওয়া সম্ভব না, তবে যা সম্ভব তা হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখলে হার্টের রোগ, স্ট্রোক, চোখ ও কিডনির সমস্যা এড়ানো সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, ডায়াবেটিস এমন এক রোগ যা শরীরের যে কোনো অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে পারে।

আর এ কারণেই যে কোনো রোগ দেখা দিলে আমরা ডায়াবেটিস পরীক্ষা করি।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা

সকালে খালি পেটে ৫-৬ মিলিমোল/লি:
সকালে খাওয়ার ২ ঘন্টা পর৭-৮ মিলিমোল/ লি:
দুপুরেখাওয়ার ২ ঘন্টা পর৭-৮ মিলিমোল/ লি:
রাতেখাওয়ার ২ ঘন্টা পর৭-৮ মিলিমোল/ লি:
তিন মাসে গড় ডায়াবেটিস (ঐইঅ১প) ৭% এর নিচে রাখতে হবে। রক্ত চাপ ১৩০/৮০ এর নিচে থাকতে হবে। অবশ্যই রক্তের চর্বি (Choi,TG, HDL,LDL) টার্গেটের নিচে রাখতে হবে।

নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষাঃ

যাদের পক্ষে সম্ভব তারা অবশ্যই গ্লুকোমিটার কিনে নিবেন। প্রতিদিন সম্ভব না হলে সপ্তাহে একদিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ নিজের মেশিনে চেক করে নিবেন। রক্তের এই পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে (খালি পেটে, নাস্তার ২ ঘন্টা পর, দুপুরের খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে) করতে হবে। খাবার (খাদ্য তালিকা অনুযায়ী) অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে এবং অল্প করে ৩ ঘন্টা পর পর খেতে হবে। (৮টা, ১১টা, ২টা, ৫টা, ৯টা এবং রাতে শোয়ার আগে অবশ্যই কিছু খেয়ে শোবেন)।

নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ওষুধ খাওয়ার পরও যদি একজন রোগীর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশী থাকে অথবা (HBA1c) ৭% এর বেশী থাকে তবে বুঝতে হবে শরীরে ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে দরকারে ইনসুলিন শুরু করতে হবে।

নতুন অবস্থায় অথবা হঠাৎ করে রক্তের গ্লুকোজ কোনো কারণে বেড়ে গেলে ইনসুলিন নিয়ে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে হবে। ইনসুলিন নিতে প্রত্যেক রোগীই ভয় পায়। শরীর ভাল রাখতে হলে ইনসুলিন নিয়েই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শরীর ভাল থাকলে, মন ভাল থাকে, কাজ কর্মে দক্ষতা বাড়ে।

ওজন নিয়ন্ত্রণঃ

উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটবেন। এমনভাবে হাটতে হবে যাতে আপনার (চঁষংব) বাড়ে। হাঁটা শুরুর আগে ৫-১০ মিনিট শরীর গরম (Worm-up) করে নেবেন এবং ৩০ মিনিট জোরে হাঁটার পর আবার ধীরে ধীরে হেঁটে শরীর ঠান্ডা (Cool-down) করে নেবেন। হাঁটতে যাওয়ার আগে জল খেয়ে নেবেন।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ

ডায়াবেটিস রোগীরা অবশ্যই নিয়মিত কিডনি, রক্তের চর্বি এবং হৃদরোগের পরীক্ষাগুলো করবেন। ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতি ৬ মাস পর পর চোখ (Fundoscopy) পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাবেন। মনে রাখবেন, একজন চিকিৎসক একা কখনো গ্লুকোজ এবং ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। যদি রোগীরা সাহায্য না করে।

ABF, 2 hours AL, 2 hours AD) ৬ মিলিমোল/লি: এর নিচে এবং গড় (A1c) ৬.৫% এর নিচে। মহিলা ডায়াবেটিস রোগীরা বাচ্চা নেওয়ার আগেই ইনসুলিন নিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে নেবেন।

পায়ের যত্নঃ

পা মানব দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ডায়াবেটিস রোগের কারণে পায়ে নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের অকার্যকারিতা ও রক্ত সরবরাহের অসুবিধার কারণে পায়ের অনুভূতিশক্তি কমে যায় এবং পায়ে আঘাত লেগে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এর ফলে পায়ে পচনশীল ঘাঁ হতে পারে, ফলে পা কেটে ফেলতে হয়। সকল ডায়াবেটিস রোগীকে তাই পায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

পায়ের অসুবিধা এড়াতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিতঃ

১) খালি পায়ে হাঁটবেন না। নরম ও আরাম লাগে এমন জুতো পরে হাঁটবেন। মোজা না পরে কখনোই খালি পায়ে জুতো পরবেন না। ২) পায়ে অত্যধিক গরম জল ঢালবেন না।৩) পায়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে এবং ক্ষত না হয়। পায়ের রঙের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ৪) নিয়মিত পায়ের বাড়তি নখ কাটবেন, নখ কাটার সময় বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন, যাতে আঙ্গুলে আঘাত না লাগে।৫) পায়ের কড়া নিজে কাটবেন না। ময়লা বা ভিজে মোজা পরবেন না।৬) রক্ত চলাচলের জন্য রোজ নিয়মিত পায়ের ব্যায়াম করবেন।৭) প্রতিদিন ভালভাবে পা ধুয়ে শুকনা কাপড় দিয়ে পা মুছে ফেলবেন। পায়ের দুই আঙ্গুলের মাঝের জায়গা যেন ভিজে না থাকে।৮) ভালোভাবে দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করতে পারেন বা অন্যের সাহায্য নিতে পারেন।

অসুখ হলেঃ

যে কোনো অসুস্থতায় যেমন জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে গেলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গ্লুকোজ ও রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। দরকার হলে ইনসুলিনের ডোজ বাড়াতে বা কমাতে হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ইনসুলিন বন্ধ করলে যেমন সমস্যা হতে পারে আবার ডোজ বেশী হলে রক্তের গ্লুকোজ কমে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। রক্তের গ্লুকোজ (৪ মিলি মোল) কমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু খেয়ে নিতে হবে, খেতে না পারলে গ্লুকোজ শিরায় নিতে হবে।

সতর্কতাঃ

রাস্তা ঘাটে লোকজনের অযাচিত উপদেশ ও পত্রিকার সস্তা চিকিৎসার প্ররোচনায় হঠাৎ করে ইনসুলিন বন্ধ করবেন না। সে ক্ষেত্রে উকঅ অথবা ঐঙঘক এর মতো জটিলতা হতে পারে এবং আপনাকে খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে। অযথা ব্যথার ওষুধ খাবেন না। কারণ এতে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ডায়াবেটিস নিয়ে অযথা ভয় পাবেন না অথবা ডায়াবেটিসকে অবহেলা করবেন না। অবহেলা করার জন্য ডায়াবেটিসের যেসব জটিলতা দেখা দেয় তা যেমন ব্যয়বহুল এবং একই সঙ্গে এর চিকিৎসা হতাশাব্যঞ্জক।

ডায়াবেটিস রোগী হিসাবে আপনার নিজের দায়িত্ব (গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ) সম্পর্কে সচেতন হন, পরিবার পরিজনকে সচেতন করে তোলেন এবং শারীরিক পরিশ্রম করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

আসুন, আমরা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক পরিশ্রম করি এবং প্রথম অবস্থা থেকেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করি। জীবনকে উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আপেল সাইডার ভিনেগার কি ?

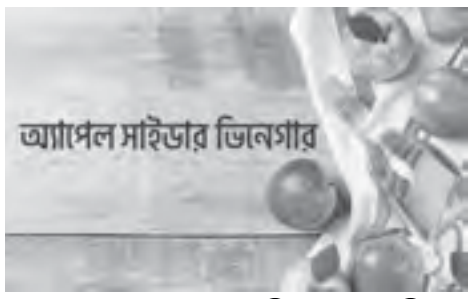

অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার পুরো পুরিভাবে প্রাকৃতিক পণ্য, তৈরি করা হয় আপেল দিয়ে। আপেলকে দুবার প্রোসেসিং করে তৈরি করা হয় এটি। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার ব্যবহার করে আমরা প্রতিদিন আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে পারি ঘরে, রান্নায় এবং রূপচর্চায় কেমিকেলের ব্যবহার।

রূপচর্চায় এর ব্যবহার

১. চুলে শ্যাম্পু দেয়ার পর আমরা অ্যাপেল সাইডার ভিনে গার ব্যবহার করতে পারি। এতে করে চুলে কন্ডিশনিং হবে, তাছাড়া চুলের খুশকি যাবে এবং চুল নতুন করে গজাবে। একটি স্প্রে বোতলে অথবা কোন বোতলে ৩ চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার এবং এক কাপ পানি মিশিয়ে রেখে দিবেন। শ্যাম্পু করার পর স্প্রে করবেন পুরো চুলে। (এই ভিনেগার দেয়ার পর চাইলে কন্ডিশন-ও করতে পারেন)।

২. এটি টোনার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। রাতে ঘুমানোর আগে মুখ পরিষ্কার করে টোনারের মত করে তুলো দিয়ে এই ভিনেগার লাগাবেন, তারপর ক্রিম লাগাবেন। এতে করে ত্বকের দাগ চলে যাবে এবং মুখের ব্রণ কমবে। ৩. দাঁতের হলদেটে ভাব দূর করার জন্য এর কোন তুলনা নেই। দাঁতের হলদেটে ভাব দূর করে আপেল সাইডার ভিনেগার।

৪. এক কাপ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার গোসলের ১০ মিনিট আগে সারা শরীরে মেখে রাখবেন। এতে করে রোদে পোড়া ভাব দূর হবে। তাছাড়া গোসলের পানিতে দিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। মন প্রফুলও হবে, রোদে পোড়া দাগও কমবে। ৫. এটি হাত ও পায়ে ম্যাসাজ করলে দেহের ক্লান্তি দূর হয়।

৬. ছেলেরা এটিকে আফটার শেভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সমপরিমাণ পানি এবং অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার নিয়ে বোতলে ভরে রাখুন। শেভ করার পর দিন।

৭. প্রতিদিন ত্বকে একে ব্যবহার করলে ত্বকে কোন মরা কোষ থাকে না, ত্বক উজ্জ্বল হয়, বলিরেখা দূর করে, স্কিনের চঐ-এর সমতা রক্ষা করে, লোমকূপ ছোট করে, মুখে ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ কমে যায়।

স্কিনের PH-এর সমতা রক্ষা করতেঃ

৮. মুখের নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দূর করতে এটি সামান্য পানির সাথে মিশিয়ে গার্গেল করুন।

৯. পেডিকিওর করতে পানির মধ্যে এই ভিনে গার মিশিয়ে করতে পারেন। এতে করে পা পরিষ্কার হবে ভালো করে, পায়ের ত্বক উজ্জ্বল হবে, পায়ের দুর্গন্ধ দূর হবে। ১০. প্রতিদিন এটি ২ চামচ করে খেলে ওজন কমে। এর প্রধান উপাদান হল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যেটা ওজন কমাতে সহায়তা করে। একটি জরিপে দেখা গিয়েছে একাধারে ১২ সপ্তাহ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ওজনের সাথে তলপেটের ফ্যাট কমায়।

ওজন কমায় আপেল সাইডার ভিনেগারঃ

১১. অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার পুরো দেহের এর সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। যার শরীরে Ph এর মাত্রা কম তার খুব তাড়াতাড়ি যেকোনো রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং দেহে শক্তি অনেক কম থাকে। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগারের নিয়মিত সেবনে ভিতর থেকে দেহে শক্তি সঞ্চয় হয়। ১২. অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার শরীরের লিভার ভালো রাখে এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে। ১৩. যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তারা এক গ্লাস পানিতে ১ চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিলিয়ে খান, খুব তাড়াতাড়ি আরাম পাবেন।

(যাদের আলসার আছে তাদের জন্য নয়)।

কফি কি ক্যান্সার সৃষ্টি করে?

ক্যান্সার একটি জটিল রোগ এবং এটির কারণ নির্ধারণ করা সর্বদা সহজ নয়। গবেষকরা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত করেছেন। ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এমন উপাদানগুলি কার্সিনোজেন হিসাবে পরিচিত।

ক্যান্সার অন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি (IARC) মানব ও প্রাণী সম্পর্কে এক হাজারেরও বেশি অধ্যয়ন পর্যালোচনা করেছে এবং কফি যে কার্সিনোজেন তা নির্দেশ করার পর্যাপ্ত প্রমাণ খুঁজে পায়নি। তবে কফি এবং ক্যান্সারের মধ্যে যোগসূত্র সম্পর্কে আরও গবেষণা করা জরুরি। একটি ২০১৭ সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কফি পান করা আসলে ক্যান্সারের নির্দিষ্ট ধরণের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। যদিও পুরানো গবেষণাগুলি মাঝে মাঝে কফি পান করা এবং ক্যান্সার বিকাশের মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল, এর কারণটি প্রায়শই কফির চেয়ে ধূমপান ছিল। যারা ধূমপান করেন তাদের মধ্যেও কফি পান করার প্রবণতা থাকে। লোকেরা কেন মনে করে এটি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে? ভাজা কফি মটরশুটিতে অ্যাক্রিলামাইড নামে একটি পদার্থ থাকে যা ভুনা প্রক্রিয়াটির একটি উপজাত।

আইএআরসি অ্যাক্রিলামাইডকে গ্রুপ ২ এ সম্ভাব্য কার্সিনোজেন হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে । এর অর্থ হল অ্যাক্রিলামাইড প্রাণীদের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। তবে এটি মানুষের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণা করা প্রয়োজন। কফিতে অ্যাক্রাইলামাইড থাকে না যতক্ষণ না এটি ভুনা কফি মটরশুটি থেকে আসে। অ্যাক্রিলামাইড সম্পর্কে উদ্বিগ্ন লোকেরা বিকল্প ধরণের কফি বেছে নিতে পারেন।

স্বপ্ননগরে সুখের স্বপ্ন রচনা

লেখকঃ তৌহিদ এলাহী
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,
আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।

প্রিয় লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকের মতে কিংবা তর্ক সাপেক্ষে, মানিক শুধুমাত্র গদ্যকার হিসেবে নজরুল-রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়।
ফ্যান্টাসির বাইরে জীবন ঘনিষ্ঠতার বলেই তিনি শক্তিশালী।
তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজেক্ট-পদ্মা নদীর মাঝি, সুন্দরতম স্বপ্ন ময়নাদ্বীপ। শ্বাপদ সংকুল ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে দ্বীপ কিনে তার চেনা মানুষগুলোকে একত্র করেছেন ময়নাদ্বীপের বাসিন্দা হিসেবে। প্রজেক্টের অংশ হিসেবে মানিক তৈরি করেছেন হোসেন মিয়া, কুবের মাঝি, কপিলার মতো চরিত্র। যাদের পূর্ণতা পেয়েছে ঐ ময়নাদ্বীপকে কেন্দ্র করে, ময়নাদ্বীপে গিয়ে। একটি পরিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছেন পদ্মা নদীর মাঝিতে।
জীবন সাহিত্যের মলাটের সুন্দরতম গল্প নয়। অধিকন্তু সাহিত্যই দিনশেষে নিয়তির হাতে সপে দেয়া যাপিত অপূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি।
কাকতালীয়ভাবে, জীবনকালে দেখা সুন্দরতম একটি গদ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলা করতে গিয়ে। ছোট আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ৬০০টি ঘর এনে দিয়েছেন জেলা প্রশাসক স্যার, জুন মাস নাগাদ শেষ হয়ে যাবে ৫০০ ঘরের কাজ, মাটিভরাট ও স্থিতিকরণহেতু বাকি কাজ জুলাই মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। সবক'টি ঘর করতে গিয়ে উপজেলা প্রশাসন উদ্ধার করেছে ৫০ একরের অধিক বেহাত হয়ে যাওয়া সরকারি খাসজমি।

যা হোক, মোট ৬০০ ঘরের মধ্যে ২০০ ঘর নিয়ে গোপালপুর ইউনিয়নের চর কাতলাসুর গ্রামে একইস্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রজেক্ট স্বপ্ননগর, ৭০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই থাকবে আরো ৫০টি ঘর। এই ২৫০টি ঘর নির্মাণ করা আমাদের দায়িত্ব, এটা হয়ত সবাই করে, ঘর তৈরি বাদে বাকি সব কর্মযজ্ঞে আমরা সাহিত্যকথার ছোটখাটো চরিত্র।

একদম শুরুর দিকে মোটামুটি হত্যা-হুমকি মাথায় নিয়ে ৩১ একর খাসজমি উদ্ধার করা হয়। এই কাজ খুব কঠিন। ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন, মানুষ তার বাপের সম্পত্তি হারানোর ব্যথার চেয়ে বাপ হারানোর ব্যথা দ্রুত ভুলে যায়। আমার মনে হয়েছে, কেউ কোনো ভাবে সরকারি সম্পত্তি হস্তগত করলে তা বাপের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে। এই উদ্ধারকৃত সম্পত্তির ঝোপঝাড় কেটে ঘরের কাজ শুরু করা হয়।

এখানে ঘর করলেও সে অর্থে জায়গাটি প্রতিষ্ঠিত গ্রোথ সেন্টার নয়। আর এখানেই আসলে কাজ করার সুযোগ। ২০০টি পরিবারের মধ্যে ১৭০টির মতো মুসলিম পরিবারের জন্য প্রয়োজন মসজিদ-ঈদগাহ। ৩০টি সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারের জন্য প্রয়োজন প্রার্থনাগৃহ। আশপাশে নেই কোনো উচ্চ বিদ্যালয়, কিছু দূরে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বাজার ৩ কিলোমিটার দূরে। নতুন বাসিন্দাদের দরকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। শিশুদের দরকার খেলার মাঠ। তাই প্রয়োজন সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা।

তবে এটি পরিকল্পনা বা ভবিষ্যৎ চিন্তা হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই। ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ১৬ শতাংশ জমিজুড়ে মসজিদ ও ঈদগাহ। ৮ শতাংশ জমির বাউন্ডারি রেখে নির্মাণ করা হয়েছে মন্দির। ১.৫ একর জমিজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে বাজার, চান্দিনা ভিটির কাজ চলছে। ২ একর জমি রাখা হয়েছে স্কুল ও খেলার মাঠের জন্য। এগুলোর ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার নিমিত্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ৮ শতাংশ জায়গা আলাদা করে ভূমি উন্নয়ন করে রাখা হয়েছে।

এটি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় হওয়ায় কিছুটা সময় লাগবে হয়ত। অদূরে ৯ একর জমিজুড়ে কাজ শুরু হচ্ছে নানা প্রজাতির দেশীয় গাছপালা রোপণের মাধ্যমে ইকোপার্ক। সব কিছুর পর যেখানে যেতে হবে, সেই কবরস্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ শতাংশ জমি। কমিউনিটি ক্লিনিক বাদে বাকি সব কিছুর কাজ শেষ হবে জুলাই মাসের মধ্যেই। ২৮টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শেষ হবে ১৫ জুনের মধ্যে। নির্মাণকৃত সবকটি ঘরের বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এ মাসের মধ্যেই। ঘরবাদে বাদবাকি সব পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান।

স্বপনগরের আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেদখলকৃত খাসজমির প্রাচুর্য থাকায় ২০০টি পরিবারের মধ্যে ১৫০ পরিবার পাচ্ছে তিন শতাংশ করে জমি। বাকিরাও ঘরসহ দুই শতাংশ জমির পাশে পাবে ব্যবহারযোগ্য কমন স্পেস, যাতে তারা করে নেবে হাস-মুরগি গরু-ছাগলের ক্ষুদ্র খামার ও অল্প বিস্তর মৌসুমি সবজির চাষবাস করার সুযোগ। প্রকল্প ঘিরে থাকছে প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা। আপাতদৃষ্টিতে উপজেলা পর্যায় হতে যা যা করা সম্ভব সবই শেষ হবে জুলাই মাসের মধ্যে।

মধুমতির নদীভাঙনের কবলে নিঃস্ব হওয়া কিংবা স্থায়ী ঠিকানাহীন মানুষের ঠাঁই হচ্ছে এ স্বপ্ননগরে।

মানিকের ময়নাদ্বীপের তিনি শেষ দেখাননি। একেকটি সমাজ ও সভ্যতার শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভাঙ্গাগড়াই এর নিয়তি। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে দেখলে মানিক হয়ত সফল হননি, তিনি ময়নাদ্বীপকে দেখিয়েছিলেন কুবেরের চোখে, যেখানে হোসেন মিয়া সামন্তপ্রভু। আবার হয়ত তিনি সফল, প্রাণহীনের মাঝেও প্রাণের সূচনারেখা তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন ব্যক্তিপ্রচেষ্টা সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু শুরুর বাঁশি তো বাজাতেই পারে। ধনঞ্জয়, গণেশ, আমিনুদ্দি, রাসু, পীতম মাঝি, বশির, এনায়েত এদের কেউ কেউ, আবার এদের বাইরেও অনেকেই ময়নাদ্বীপে গিয়েছিল। কেউ কেউ পালিয়েছেন, আবার মানিক নিজেই ময়নাদ্বীপ হতে বের করে দিয়েছেন অনেককে।

প্রজেক্ট স্বপ্ননগরের গদ্যটি লিখেছেন জেলা প্রশাসক স্যার। স্বপ্ননগর নামটিও তার দেয়া। আমরা কেউ কেউ তার দু একটি চরিত্র, যাদের স্যারের গল্পের প্লটের প্রয়োজনে কিছু কিছু ভূমিকা আছে। মানিকের গল্পে হোসেন মিয়া, কুবিরের পরিবর্তে রহিম মিয়া বা যে কাউকে বসালেও গল্পের ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। উপন্যাসিক যেভাবে চাইবেন সেভাবেই আগাবে তার প্লটের চরিত্রগুলো।

আমার ধারণা এই স্বপ্ননগর সফল হবে, হয়ত কখনো ভাঙবে- আবার সময় তার নিজ প্রয়োজনেই অনেকদূর এগিয়ে নেবে। ইচ্ছে আছে, যদি বেঁচে থাকি, যেখানেই থাকি- দুই চার বছর পরপর হয়তো লুকিয়ে দেখে যাব। হিসেব করে দেখব, কতটুকু শোরগোল বেড়েছে স্বপ্ননগরে, কয়টি নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, আর স্বপ্ন
নগরের ঐ গোরস্থানের স্থায়ী বাসিন্দাই বা হয়েছে ক'জন?

ঢাকা শহরে ফ্ল্যাট কেনা .... অধিক লাভজনক?

প্রতিটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিং একেকটা বস্তি। ইংল্যান্ডের কোন এক যুবরাজ যেন এরকম একটি কথা বলেছিলেন আরও ২০/২২ বছর আগে। কথাটা তখন হাসান সাহেব অতটা বুঝতেন না। তবে ফ্লাট তার কাছে কেমন যেন ভাড়া বাড়ীর মত মনে হতো। কাজেই মিশনে বেশ কিছু ডলার কামাই করার সুবাদে সামান্য সামর্থ্য হয়ে গেলেও ফ্লাট কেনায় উৎসাহ দেখাননি কখনো। যদিও এখনকার তুলনায় তখন প্রায় পানির দরেই ফ্লাটগুলো বিক্রি হচ্ছিল।

তার মিসেসও তার মতই ভাবতো এবং বেশ ফ্লাট বিরোধী মনোভাবই পোষণ করতেন। যাহোক কি করা যায় কি করা যায় ভাবতে ভাবতে স্বনামধন্য দুটো প্রতিষ্ঠানে দুবারের মিশনে দুটো প্লট বুকিং দিয়ে দিলেন- একান্তই তার মিসেসের চাঁপা-চাপি আর প্ররোচনায়। তার একটি, খোদ রাজধানীতেট আর অন্যটি, তার মফস্বল এলাকায়। যদিও খুব অনিচ্ছায় কাজটা তাকে করতে হয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল ডলারগুলো দিয়ে আরও কিছু দেশ-টেশ ঘুরে ফিরে গায়ের জ্বালা জুড়াবেন। গায়ের জ্বালা মানে গা গরম, গা গরম মানে তার পকেটে টাকা থাকলে তিনি বেশ গরম বোধ করেন এবং যতক্ষণ তার একটা বিহিত ব্যবস্থা না করতে পারেন তার মাথা ঘুরতে থাকে। এগুলো বেশ আগের কথা। তারপর কি? তারপর আর কি! খাই দাই, চাকরী-বাকরী করে তার আরও এক যুগ পেরিয়ে গেল। তার মিসেস যে দুটো এলাকায় প্লট দুটো রেখেছিলেন পত্র-পত্রিকার সে সব জায়গার সেল বিজ্ঞাপন দেখেই ক্রেতা সেজে ফোন করতে লাগলেন এবং দাম-টাম শুনে বুঝে গেলেন যে তিনি ক্রোরপতি বনে গেছেন।
এরপর? এরপর আর কি! সারা দিন হাসান সাহেবের সাথে ভ্যানর ভ্যানর, একটা প্লটছেড়ে দিয়ে ফ্লাট কিনবেন। হাসান সাহেব বললেন এক-সময়-তো ফ্লাট তারা দুজনেই পছন্দ করতেন না। তিনি মিন মিন করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন অবসরে যেয়ে মফস্বলেরটা ছেড়ে সেটা দিয়ে ঢাকারটায় নিজেই কিছু একটা দাঁড় করে ফেলবেন। কিন্তু শুনলেন না রুমকি। যুক্তি দেখালেন ফ্লাট কিনও বেশ ভাল একটা টাকা থেকে যাবে, তাছাড়া ওটা ডেভেলপারকে দিয়ে দিলেও ৭/৮ টা ফ্লাট পাওয়া যাবে।

অবশেষে হাসান সাহেবই পরাজিত হলেন। তার মিসেসের পিছু পিছু ঘুরে মফঃস্বলের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে একটা ফ্লাট কিনেই ফেললেন।

প্রথমে জানা গেল, ল্যান্ডওনারের সাথে ডেভেলপারের ফ্লাটের অংশ ভাগা-ভাগি নিয়ে গোলযোগ চলছে, পরে জানা গেল গোলযোগ না, আসলে কোর্টে মামলা চলছে। এরপরে তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত জিডি পাল্টা জিডি। পুলিশ। আদালত। সালিশ আরও কতো কাহিনী। এসবের মধ্যেই বছর দুয়েক ঘুরে হাসান সাহেবরা কোনমতে ফ্লাটে উঠে গেলেন।
এবার পক্ষ তিনটি হয়ে গেল। ল্যান্ড ওনার, ফ্লাট ওনার আর ডেভেলপার। ডেভেলপার, ফ্লাট ওনার্স এসোসিয়েশন করে দিলেন। ল্যান্ড ওনার তা মানেন না। লিফট নষ্ট হলে, জেনারেটরের সার্ভিসিং লাগলে, বিল্ডিঙের কমন ইউটিলিটি বিল, দারোয়ানের বেতন ইত্যাদি এমাস দেনতো ওমাসে দেন না।
ল্যান্ড ওনার আর তার সন্তানেরা হম্বি তম্বি করে বেড়ায় এমন ভাবে, যেন ফ্লাটওনার্সরা তাদের ভাড়াটিয়া।

এদিকে হাসান সাহেব দেখলেন ঢাকা শহরে এযাবৎ কাল ভাড়াটিয়া হিসেবে যে নিবিড় শান্তিতে বসবাস করেছেন তার কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। উপরন্ত ফ্লাট লালন পালনে ভাড়ার মতই প্রায় অর্ধেক টাকা গাঁট থেকে প্রতিমাসে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পর আজ এ মিটিং কাল ও মিটিং। আজ এই শালিস তো কাল ফুলের টব ভাঙ্গার বিচার। হাসান সাহেব তখন অনেকের সাথে তার এই বিড়ম্বনা শেয়ার করতে যেয়ে বুঝলেন ঢাকার বেশিরভাগ ফ্লাটের মালিকের গল্পটা কমবেশিই একইরকম।
সরোয়ার সাহেব হাসান সাহেবের ছাত্র জীবনের বন্ধু। তিনি ঢাকা শহর থেকে একটু দূরে গ্রামের লাগালাগি দু'বিঘা জমি কিনেছিলেন খুব বেশী দিন হয়নি। তিনি সেখানে অল্প খরচে দোতালা একটা ছিমছাম বাড়ী করেছেন। জমির চারিদিকে হাফ ওয়াল হাফ কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছেন। নানা ধরনের ফল আর ঔষধি গাছ লাগিয়েছেন। ছোট একটা পুকুর করে মাছ ছেড়েছেন। তার উপর সীমিত আকারে আবার হাস মুরগী পালেন। বিকেল হলে বাড়ীর ছাঁদে বসে তিনি তার মিসেস গল্প করেন।
ছেলেটা দার্জিলিং থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টে পড়ে এসে ছোট একটা চাকরী করছে। ভাল কোন অফারের অপেক্ষায় আছে। সরোয়ার সাহেব নিজেই ড্রাইভ করে অফিসে যান। তিনি পেশায় একজন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক। ঢাবি থেকে তিনি আর তার মিসেস জার্নালিজমে পাশ করে দীর্ঘ দিন পত্রিকায় ভাল অবস্থানে চাকরী করেছেন।

হাসান সাহেব তার বন্ধু সরোয়ার সাহেবের কথা ভাবেন আর আফসোস করেন। কিছুই না, শুধু এই ফ্লাট কিনে ফেঁসে যাওয়ার আফসোস, লাভ না শান্তি কোনটাকে খুঁজবেন তা ঠিক সময়ে বুঝতে না পারার আফসোস। অজানা ভিন্ন ভিন্ন রুচির, ভিন্ন শিক্ষার, ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টির একুশটা পরিবারের সাথে প্রতিনিয়ত আপোষ-রফা করে বস্তিয় জীবনে বসবাসের আফসোস!

নিজের যে শান্তি তিনি নিজ হাতে গলা টিপে নষ্ট করেছেন তা ফিরিয়ে আনতে গেলে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে। এতটুকু জীবনে এত যুদ্ধের মোকাবেলার সাহস তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের ৩ জনকে মনোনয়ন

মো. রাসেল ইসলাম, যশোর প্রতিনিধিঃ

প্রেসক্লাব যশোর আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন তিনজনকে মনোনয়ন দিয়েছে। সাংবাদিক ইউনিয়নের এক বিশেষ সভায় তিনটি পদে চূড়ান্ত ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়। মনোনয়ন প্রাপ্তরা হলেন, সহ-সভাপতি পদে আনোয়ারুল কবির নান্টু, যুগ্ম-সম্পাদক পদে মোকাদ্দেছুর রহমান রকি এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে তহীদ মনি।

যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোর্শেদ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য, দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও জেডিইউজের প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল কবির নান্টু ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা বদরুদ্দিন বাবুল, উপদেষ্টা এ.কে.এম গোলাম সরওয়ার, সহ-সভাপতি তহীদ মনি, সিনিয়র সদস্য মোকাদ্দেছুর রকি, দৈনিক সমাজের কাগজের সম্পাদক ও সিনিয়র সদস্য সোহরাব হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক বি.এম ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাে. লকুজ্জামান কাকা, দপ্তর সম্পাদক নিজাম উদ্দীন ভুঁইয়া শিমুল, কোষাধ্যক্ষ আল মামুন শাওন, নির্বাহী সদস্য কাজী হাবিবুর রহমান প্রমুখ। সভায় ইউনিয়নের পক্ষে বদরুদ্দিন বাবুলকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়।

কমিটির সদস্য সচিব এ.কে.এম গোলাম সরওয়ার ও সদস্য সোহরাব হোসেন। এছাড়া সাংগঠনিক আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইউপি নির্বাচনে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ব্যবস্থাঃ

সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার

আবদল্লাহ আল মামুন, সাতক্ষীরা জেলা প্রতিনিধি:

সাতক্ষীরার কলারোয়া, তালা ও পাটকেলঘাটা থানার স্থগীত ইউপি নির্বাচনের নতুন তারিখ দেওয়া হয়েছে ২১ জুন। লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে নির্বাচন হবে সেটি নির্বাচন কমিশন ভেবে দেখবে। সব প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। ভঙ্গ করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে সাতক্ষীরার দুই উপজেলার ২১টি ইউনিয়নে ভোটগ্রহণের বিষয়ে এসব কথা বলেন সাতক্ষীরা পুলিশ সুপার মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

যদি কেউ হুমকি ধামকি দিয়ে থাকে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে তবে নির্বাচন কমিশন ও থানাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দাখিল করতে অনুরোধ করছি। কেউ আইনের উর্দ্ধে নয়, সে যেই হোক তার আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

সাতক্ষীরা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাজমুল কবির বলেন, ২১ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। সাধারণ ভোটারা নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন। ভোটারদের হুমকি ধামকি দিলে বা কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে বাঁধা দেওয়া হুমকি দিচ্ছে এমন এমন ঘটনা ঘটলে প্রার্থী বা ভোটারদের লিখিত অভিযোগ দিতে অনুরোধ করছি। বিষয়টি তাৎক্ষণিক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে অবহিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে গত ১১ এপ্রিল সাতক্ষীরাসহ ১৯ জেলার ৬৪ উপজেলায় ১ম ধাপে ৩৭১ ইউনিয়ন পরিষদের ভোটগ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। পরবর্তীতে ৩ জুন নির্বাচন কমিশনের সভায় আগামী ২১ জুন স্থগিত হওয়া ইউনিয়ন পরিষদের ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কমিশন। কমিশনের সিদ্ধান্ত মতে সাতক্ষীরায় চলছে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি। সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ১১টি ও কলারোয়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে নির্বাচনের লক্ষ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তালা ও কলারোয়া উপজেলার রিটানিং কর্মকর্তারা।

সাবেক মোসাদ প্রধানের ভাষ্যে ইরানে ইসরায়েলের মিশন

চাঞ্চল্যকর বর্ণনা তুলে ধরেছেন ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাবেক প্রধান ইয়োসি কোহেন। ইরানের পরমাণু আর্কাইভ থেকে নথিপত্র চুরি থেকে শুরু করে ইরানি বিজ্ঞানী হত্যাকান্ডে ইসরায়েলি সংশ্লিষ্টতার রোমহর্ষক তথ্য দিয়েছেন সদ্য মোসাদপ্রধানের পদ থেকে বিদায় নেয়া এ কর্মকর্তা।

২০১৮ সালে ইরানের পরমাণু আর্কাইভে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার নথিপত্র চুরি করে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া ইরানের নাতাঞ্জ পরমাণু স্থাপনায় অগ্নিকান্ডে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার পেছনেও হাত ছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের। এসব বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন কোনো ইসরায়েলি কর্মকর্তা।

ইসরায়েলের চ্যানেল ১২-এর সাংবাদিক ইলানা ডায়ানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন গত সপ্তাহে মোসাদপ্রধানের পদ থেকে অবসরে যাওয়া কোহেন। অনুষ্ঠানটি গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রচারিত হয়েছে।

বিবিসির খবর অনুসারে, ২০১৫ সালে মোসাদের প্রধান হিসেবে ইয়োসি কোহেনকে নিয়োগ দেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করে ১৯৮২ সালে তিনি এই গোয়েন্দা সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকারে কোহেন জানিয়েছে, এই পেশায় থাকার সময় তিনি কয়েকশ' পাসপোর্ট ব্যবহার করেছেন।

সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অংশ ছিল ইরানের পরমাণু আর্কাইভ থেকে নথি চুরির বর্ণনা।

২০১৮ সালে একটি সংবাদ সম্মেলনে চুরি যাওয়া এসব নথির কথা উল্লেখ করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, ইরান গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করেছে এবং অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি তাদের রয়েছে। যদিও ইরান বরাবরই সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সাক্ষাৎকারে কোহেন জানান, ইরানে ওই অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে তাদের প্রায় দুই বছর লেগেছিল। এতে মোসাদের ২০ জন এজেন্ট অংশ নিয়েছিলেন, যাদের একজনও ইসরায়েলি নাগরিক নন। তেল আবিবের একটি কমান্ড সেন্টার থেকে ওই অভিযানে নজর রাখেন তৎকালীন মোসাদ প্রধান কোহেন। এজেন্টরা ইরানের পরমাণু আর্কাইভের ওয়্যারহাউজের ভেতরে প্রবেশ করে ৩০টির বেশি সিন্দুক ভাঙেন।

কোহেনের ভাষ্যমতে, ওই অভিযানে অংশ নেয়া সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন এবং ভালো আছেন। যদিও তাদের কয়েকজনকে ইরান থেকে বের করে আনতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাক্ষাৎকারের শুরুর দিকে ইরানের নাতাঞ্জ পরমাণু কেন্দ্রের বিষয়ে কথা বলেন ইয়োসি কোহেন।

২০২০ সালের জুলাইয়ে নাতাঞ্জ পরমাণু কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অংশে আগুন লাগে। এরপর চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সেখানে আবারো নাশকতার তথ্য জানান ইরানি কর্মকর্তারা। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে সেসব ঘটনায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পরমাণু সন্ত্রাসের অভিযোগ আনে ইরান।

ইলানা ডায়ানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আলাপের এক পর্যায়ে কোহেন বলেন, তিনি ওই পরমাণু স্থাপনা সম্পর্কে এত ভালো জানেন যে, ঘূর্ণায়মান সেন্ট্রিফিউজ যে জায়গায় রয়েছে সেখানেও তিনি তাকে নিয়ে যেতে পারবেন।

এদিন ইরানের শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী মহসেন ফখরিজাদের হত্যাকান্ড নিয়েও কথা বলেন ইসরায়েলের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান।

গত নভেম্বরে তেহরান উপকণ্ঠে একটি সড়কে গুপ্তহামলায় নিহত হন ফখরিজাদে। এ হত্যাকান্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে আসছে ইরান। তবে এতদিন এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি ইসরায়েল।

টিভি সাক্ষাৎকারে ওই হত্যাকান্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার বা অস্বীকার করেননি সাবেক মোসাদপ্রধান। তবে তিনি বলেছেন, ইরানের এ বিজ্ঞানীকে বহু বছর ধরে টার্গেট করা হয়েছিল। কারণ, তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মোসাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল।

মহসেন ফখরিজাদেকে উদ্ধৃত করে কোহেন বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি ইসরায়েলি নাগরিকদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে ওঠেন, তাহলে তাকে অবশ্যই থামতে হবে। তবে কেউ যদি পেশা পরিবর্তন করে আর আমাদের ক্ষতি না করে, তাহলে তাকে ছাড় দেয়া হতে পারে।

ইসরায়েলের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধানের এই সাক্ষাৎকারে ইরান-ইসরায়েল ইস্যু নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো কয়েক দশক ধরে এমন একটি নীতি মেনে চলে, যেখানে কোনো সংবাদে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় থাকলে সেটিকে সামরিক বাহিনীর সেন্সর পার হয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ, কোহেনের এই সাক্ষাৎকারও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সেন্সর পার হয়ে তারপর প্রচারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভিয়েনার পরমাণু সমঝোতা প্রচেষ্টার মধ্যেই কোহেনের বক্তব্যের মাধ্যমে ইসরায়েল ইরানকে নতুন করে হুমকি দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

আমিরাতে কারাবন্দিদের মাঝে টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম শুরু

আব্দুল্লাহ আল শাহীন, ইউএই থেকেঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস-আল-খাইমার কারাগারের আসামিদের করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ পদক্ষেপে কারাবন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে টিকা প্রদান শুরু করা হয়েছে।

রাস আল খাইমার পুলিশ প্রধান মেজর জেনারেল আলী বিন আলওয়ান আল নুয়াইম বলেন, আরব আমিরাত একটি মানবিক দেশ। এখানে কারাবন্দি টিকা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। পর্যায়ক্রমে শতভাগ কারাবন্দী করোনার ভ্যাকসিন পাবেন।

ইরানকে একটি উন্নত সামরিক স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) দিতে চলেছে রাশিয়া। এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য সামরিক লক্ষ্যবস্তু ট্র্যাক করতে সক্ষম হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাশিয়া থেকে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হতে পারে।

মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের বরাতে জানা যায়, শীঘ্রই ইরানকে 'ক্যানোপাস ভি' নামের একটি অত্যাধুনিক মিলিটারি স্যাটেলাইট দিতে চলেছে রাশিয়া। ওই কৃত্রিম উপগ্রহে রয়েছে অত্যন্ত উন্নতমানের হাই-রেজলিউশন ক্যামেরা। এর ফলে ইরাক সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে নজরদারি চালাতে পারবে তেহরান। ফলে ওই অঞ্চলের তৈল শোধনাগার থেকে শুরু করে ইজরায়েলের সেনাঘাঁটিগুলির উপরও নজর রাখতে পারবে ইরান।

এই স্যাটেলাইট পেতে ২০১৮ সাল থেকে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা একাধিকবার রাশিয়ায় সফর করেছেন বলে জানা যায়।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই বৈঠকে বসতে চলেছেন জো বাইডেন ও ভ্লাদিমির পুতিন। বিশ্বের এই দুই সর্বশক্তিমান ব্যক্তির আলোচনার দিকে তাকিয়ে পুরো বিশ্ব। এবার কি তবে সমঝোতার পথে হাঁটবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ? উঠছে এমন প্রশ্নই।

সেনাপ্রধানের দায়িত্বে শফিউদ্দিন আহমেদ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আগামী ২৪ জুন সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ওয়াহিদা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ এতদিন সেনাসদরের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। আজ (বৃহস্পতিবার) তাকে জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে আগামী ২৪ জুন থেকে তিন বছরের জন্য সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিল সরকার।তিনি বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

খুলনার এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন নবম লংকোর্সের মাধ্যমে। গত বছর ডিসেম্বরে তাকে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের (অ্যার্টডক) জিওসির দায়িত্ব থেকে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি) করে সেনাসদরে নিয়ে আসা হয়।

দুবাই মেট্রোতে মাস্ক ছাড়া নেচে ভাইরাল, আটক করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্য নগরী দুবাইয়ের মেট্রোতে গানের সঙ্গে নেচে ভাইরাল হয়ে পুলিশের হাতে আটক হলেন এক এশিয়ান।

সম্প্রতি এক এশিয়ান নাগরিক দুবাই মেট্রোতে করোনার বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে মাস্ক ছাড়া নেচে টিকটকে ভাইরাল করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও পুলিশের নজরে আসলে তাকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তির পোশাকে পাকিস্তানি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে আটক ব্যক্তিকে মাস্ক ছাড়া মেট্রোতে ভ্রমণ করায় ও যাত্রীদের ভ্রমণে ব্যাঘাত ঘটানোয় ৫ হাজার দিরহাম (প্রায় ১ লাখ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও আদালতের রায় অনুযায়ী জেলে প্রেরণ করা হয়েছে।

এখন ঘরে বসে WhatsApp
এর মাধ্যমে সব চেয়ে কম দামে
ভিসা অথবা টিকেট করতে পারবেন!
+971 55 7825955

আমাদের সেবা সমূহঃ
সকল বিমানের টিকেট
সারা বিশ্বের হোটেল বুকিং
সারা বিশ্বে গাড়ি ভাড়া করা হয়
সকল ধরণের ইউ,এ,ই ভিজিট ভিসা
ভ্রমণ বিমা ও
আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স

Helmak Travel L.L.C
+971 6 7441127
Al Quds Street, Opposite Amina Hospital
Rashidiya 3, Ajman, UAE

বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণ ৮৫ হাজার টাকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগ তলাবিহীন ঝুড়ির সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করছে।বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণ বিষয়ে বৃহস্পতিবার সকালে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে এক টুইটে এ কথা বলেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় টুইট বার্তায় মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে দেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার দেশকে স্বনির্ভর করেছেন উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে দেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা। শহীদ জিয়া ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সরকার দেশকে সর্বদা স্বনির্ভর করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তলাবিহীন ঝুড়ির সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করছে। অবিরাম দুর্নীতি ও দুঃশাসন অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, মানুষকে করছে গরিব। আসুন দেশকে বাচাই।

চার ঘন্টা দাড়িয়ে থেকে রাস্তা মেরামত করালেন উপজেলা চেয়ারম্যান

নাইম গোপালপুরঃ আলফাডাঙ্গাঃ গত ১০ জুন (বৃহস্পতিবার) ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার ব্যস্ততম সড়কের মধ্যে অন্যতম একটি সড়ক আলফাডাঙ্গা-গোপালপুর বাজার আঞ্চলিক সড়ক। গোপালপুর বাজারে ঢুকতেই রাস্তার কার্পেটিং উঠে গিয়ে ছোট বড় গর্তে পরিণত হয়েছে। একটু বৃষ্টি নামলেই পানি জমে থাকে। পতি নিয়ত চলাচল কারী অটো রিকশা, ভ্যানগাড়ী,দুর্ঘটনার শিকার হয়।

মানুষের ভোগান্তি দেখে চার ঘন্টা দাড়িয়ে থেকে নিজ উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার এবং ভাঙা রাস্তা মেরামত করলেন আলফাডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম জাহিদুল হাসান জাহিদ। আঞ্চলিক সড়কটি ভারী বর্ষণ হলেই বিভিন্ন স্থানে গর্তের সৃস্টি হয়। এতে করে রাস্তাটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি জানান, আলফাডাঙ্গার বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ দশা।কিছু কিছু রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।তবে তিনি আরও জানান,এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। অচিরেই টেন্ডার হয়ে যাবে। আপাতত মানুষের দুর্ভোগ কমানোর জন্য ইটের খোয়া, রাবিশ ও বালুর সমন্বয়ে এ রাস্তা সংস্কার করে দেয়া হলো।

এ বিষয়ে এ সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজন জানান, সমাজে উপজেলা চেয়ারম্যানের মত অনেক লোক রয়েছেন। কিন্তু তারা মানুষের কল্যানের কথা ভাবেন না। শুধু নির্বাচন আসলেই এলাকায় আনাগোনা দেখা যায়। অটোরিকশা চালক, চর নওয়া পাড়া গ্রামের নুর আলম মোল্যা জানান, আলফাডাঙ্গা-গোপালপুর আঞ্চলিক সড়ক খুবই ব্যস্ততম রাস্তা। মানুষের ভোগান্তির কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান। তার এই মহান কাজের জন্য আমরা তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।

১৭ বছর পর আলফাডাঙ্গায় ছাত্রলীগের কমিটি

এ.টি.এম. মুন্নু মিয়াঃ গতকাল ১২ জুন' ২১ ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলা শাখা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আংশিক কমিটি ঘোষণা করেছে জেলা কমিটি। সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি তামজিদুল রশীদ চৌধুরী (রিয়ান) ও সাধারণ সম্পাদক মো. ফাহিম আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

কমিটিতে আগামী এক বছরের জন্য কাজী কাওসার হোসেন টিটোকে সভাপতি, রায়হান আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক, রাকিবুল ইসলাম দেলোয়ারকে সহ-সভাপতি, শেখ আল-আমিন রেজওয়ানকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আরিফিন সিদ্দিকী মিমকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।

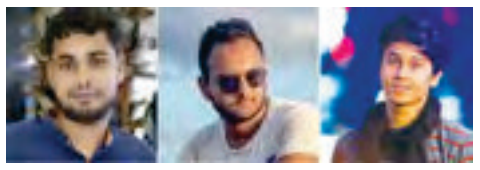

একই দিনে সংগঠনটির জেলা শাখা অপর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আলফাডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগেরও আংশিক কমিটি ঘোষণা দেন। পৌর কমিটিতে রায়হান আজিজ খানকে সভাপতি, মো. ইলিয়াস শেখকে সাধারণ সম্পাদক ও মো.রায়হান রনিকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তামজিদুল রশীদ চৌধুরী (রিয়ান) জানান,ও আগামী এক বছরের জন্য জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলা ও আলফাডাঙ্গা পৌরসভা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এরাই পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। উল্লেখ্য, গত ২০০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক সম্মেলনের মাধ্যমে খান মিজানুর রহমানকে সভাপতি ও তৈয়বুর রহমান জুয়েলকে সাধারণ সম্পাদক করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়েছিল।

কাশিয়ানীতে দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী

কাশিয়ানী প্রতিনিধিঃ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও পশু হাসপাতালে বাস্তবায়নে দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার (৫জুন) ভাটিয়াপাড়া রেলষ্টেশন মাঠে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সুব্রত ঠাকুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রথীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজিয়া শাহনাজ তমা, মৎস্য কর্মকর্তা মো. শাহজাহান সিরাজ, সমবায় কর্মকর্তা মো. আব্দুর রহমান, ওসি মো. আজিজুর রহমান কাশিয়ানী ইউপি চেয়ারম্যান মো. মশিউর রহমান খান, ফুকরা ইউপি চেয়ারম্যান নাছরিন বেগম প্রমুখ। প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে ২৫টি স্টলের মাধ্যমে উন্নতজাতের গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, কবুতরসহ বিভিন্ন প্রাণিজ খাদ্য সামগ্রী।

এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে শতাধিক মরা মুরগি উদ্ধার

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস হাউজের পাশের এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে ১১৯টি মরা মুরগি উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় সাত জনকে আটক করা হয়।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে এয়ারপোর্টের কাস্টমস হাউজের পার্শ্ববর্তী এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে এই মুরগী আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। এপিবিএন এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিয়াউল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের সাদা পোষাকের সদস্যরা এই মরা মুরগী হাতেনাতে আটক করি। এয়ারপোর্টের কাস্টমস হাউজের পার্শ্ববর্তী এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট থেকে এই মুরগি আটক করা হয়। দুপুর আড়াইটায় বিমানবন্দর আর্মড পুলিশের একটি দল বিমানবন্দর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ঢাকা কাস্টমস হাউজের পাশে অবস্থিত এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টের ভিতর থেকে ১১৯টি মৃত মুরগী আটক করে।

তিনি আরও বলেন, এসময় রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার, মৃত মুরগীর সাপায়ার, রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি সহ ৭ জনকে আটক করা হয়। ধারনা করা হচ্ছে, এই মুরগী রান্না করে ভোক্তাদের পরিবেশন করা হতো।

আটক অভিযুক্তদের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

আর এম ফ্যাশন জুয়েলারী
নিউ মার্কেট (দোতলা), আলফাডাঙ্গা বাজার, ফরিদপুর। মোবাইলঃ ০১৭৫৮ ৬৮৯৫১৫

সম্পাদক ও প্রকাশকঃ মোঃ হারুনুর রশীদ, নির্বাহী সম্পাদকঃ মামুনুর রশীদ, বার্তা সম্পাদকঃ মোঃ ইয়াসিন সেলিম, সহ-বার্তা সম্পাদকঃ আব্দুল্লাহ আল শাহীন, বিভাগীয় সম্পাদকঃ আজিজুর রহমান দুলাল।
আমিরাত ব্যুরোঃ সৈয়দ খোরশেদ আলম । প্রকাশক কর্তৃক ১০/সি, নয়া পল্টন (নিচতলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ও পারভেজ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ২৬৬/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত।